বাংলাদেশের অসাধারণ রূপান্তরের গল্প এবার টাইম ম্যাগাজিনে

একবিংশ শতাব্দিতে বাংলাদেশে এক অসাধারণ রূপান্তর চলছে। যারফলে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উদীয়মান তারকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় গোটা বিশ্ব যখন অন্ধকার সময় পার করছিল তখনও বাংলাদেশ আশার আলো দেখাচ্ছিল। মহামারী দেশটির অর্থনৈতিক অগ্রগতি থামাতে পারেনি। অনেক দেশ যখন হোঁচট খাচ্ছিল, অর্থনীতি ধ্বসে পড়ছিল, বাংলাদেশ তখন ভালোভাবে সেই ঝড় মোকাবিলা করে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক প্রভাবশালী ম্যাগাজিন টাইম ইন্টারন্যাশনালের চলতি অক্টোবর সংখ্যায় এভাবেই বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন করেছে।
প্রতিবেদনে তারা বলছে, বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এজন্য তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, একাধিকবার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ধারাবাহিকতাকে মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি দারিদ্র্যে জর্জরিত ছিল এবং দেশটির উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার অভাব ছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চলছে এক অসাধারণ রূপান্তর। দেশটি এখন আবির্ভূত হয়েছে অর্থনৈতিক উদীয়মান তারকা হিসাবে।

লন্ডন ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্টের তথ্য তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত উর্ধমুখী। বিশ্বে দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা।

২০২১ সালে মহামারীর সর্বোচ্চ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বেড়েছে ৬.৯%। বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রবৃদ্ধি যে চিত্তাকর্ষক ও টেকসই হতে পারে বাংলাদেশ তা প্রমাণ করছে। বিশ্লেষকদের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, বাংলাদেশে ভবিষ্যত উজ্জ্বল। দেশটির অর্থনীতি বৃদ্ধি পেয়ে আজ বিশ্বের ৩৪তম বৃহত্তম থেকে ২০৩০ সালে ২৮তম এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ২৫তম একটি ট্রিলিয়ন ডলার

অর্থনীতির দেশ হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে এটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

একবারে “তলা বিহীন ঝুড়ি” থেকে কীভাবে দেশটির এমন চমকপ্রদ পরিবর্তন হয়েছে তার গল্প তুলে ধরে টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-গল্পটি হল বাংলাদেশ দৃঢ় সংকল্প। সদিচ্ছা।
সরকারের বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত ও বর্ধিত করা এবং বিনিয়োগ, ব্যবসা-বান্ধব নীতি ও পরিবেশ তৈরি করা অন্যতম। ১০০টিরও বেশি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে এগুলোতে উৎপাদনের পরিবেশ তৈরির জন্য বিশেষায়িত নির্দিষ্ট শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আকর্ষণীয় প্রণোদনা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তগুলোর প্রশংসা করা হয়েছে প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে এগুলো রপ্তানিমুখী অর্থনৈতিক কৌশলকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করেছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্পগুলি কৌশলগতভাবে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যস্ত শিপিং লেনে অবস্থান করার পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষি-ভিত্তিক রপ্তানি এখন শক্তিশালী হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক, চাল ও সবজির তৃতীয় বৃহত্তম উৎপাদক এবং স্বাদুপানির অভ্যন্তরীণ মাছের জন্য চতুর্থ বৃহত্তম।
পরিসংখ্যানগুলি দেখলে হয়তো কেউ কেউ অনুমান করতে পারে যে বাংলাদেশ প্রযুক্তি থেকে পিছিয়ে আছে। কিন্তু এটা মোটেও ঠিক নয়। এখন বিদেশী এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিক্যালস, চিকিৎসা সরঞ্জাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জাহাজ নির্মাণ এবং ইলেকট্রনিক্সের অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশের রপ্তানির ম্যানুকে বৈচিত্র্যময় করছে এবং আরও অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করছে। এসবের মধ্য দিয়ে দেশ বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হতে চলেছে।

এই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৪৫% এরও বেশি বাংলাদেশীর বয়স ২৪ বছর বা তার কম, যেখানে ৭০% জনসংখ্যা ৪০ বছর বা তার কম বয়সী। তারুণ্য এবং প্রবীণদের প্রাণশক্তির যুথবদ্ধতা ইতিমধ্যেই নতুন এবং কর্মউদ্দীপনা পূর্ণতা তৈরি করছে। ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল ভোক্তা বাজার হিসেবে গড়ে তুলছে। এইচএসবিসি’র তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকটি পূর্বাভাস দিচ্ছে যে,

দেশের ভোক্তা বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক ৭% বৃদ্ধি পাবে, এটি জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে বিশ্বের নবম বৃহত্তম হবে ৷ স্পষ্টতই, এটি বাংলাদেশকে পণ্য তৈরি ও বিক্রির জন্য একটি লোভনীয় জায়গা করে দিচ্ছে।

টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ডিজিটাল অর্থনীতি খাতে তরুণরা বড় পরিবর্তন আনছে, যা এখন দেশের প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি। ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। সর্বোচ্চ সংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী অনলাইন কর্মশক্তিতে জনগণের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ২৮টি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল জ্ঞান ও উদ্ভাবন ভাইরাল হচ্ছে।

ডিজিটাল অবকাঠামো প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি ঐতিহ্যগত অবকাঠামোরও ব্যাপকভাবে উন্নতি হচ্ছে।পদ্মা সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গভীর সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, পানির নিচে টানেল নির্মাণ হয়েছে আরও অনেক মেগা প্রকল্প নির্মাণাধীন বা সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। এরমধ্যে একমাত্র মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দরই জিডিপি ১.১৪% বৃদ্ধি করবে। ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

পদ্মা বহুমুখী সেতু ঢাকাকে স্বল্পোন্নত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করায়- আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল- যার ধারণক্ষমতা ২৪ মিলিয়ন যাত্রী। ধারনা করা হচ্ছে এই টার্মিনালে প্রতি বছর ৫০০০০০ টন কার্গো রাজধানী ঢাকাকে এই অঞ্চলের জন্য একটি ট্রানজিট হাব হিসেবে করে তুলবে।

টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনটি শেষ করা হয়েছে এই বলে যে, বাংলাদেশ যখন নতুন যুগে প্রবেশ করছে, তখন কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে আমাদের বিশ্বের জন্য সামনে কী রয়েছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী সম্পর্কে খুব কমই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো। কিন্তু এই শতাব্দীতে বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যময় এবং স্থিতিস্থাপক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সফল হয়েছে, যা ভবিষ্যতে বৈশ্বিক প্রতিবন্ধকতা সহ্য করতে, এমনকি উন্নতি করতে সক্ষম হবে। প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাবনার

সাথে, বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি শক্তি হিসাবে উপস্থিত থাকবে এবং এর তারা জ্বলতে থাকবে।

বিএনপির পৈশাচিকতার চিত্র নিয়ে ঢাকার রাস্তায় বিলবোর্ড, স্তম্ভিত পথচারী

রাজধানীর শাহবাগ, মৎসভবন, আগারঁগাওসহ বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে বসেছে বিএনপি সরকারের ভয়াবহ পৈশাচিকতা ঘটনা নিয়ে বিলবোর্ড। সেখানে ওঠে এসেছে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিএনপির জামায়াত নৃশংসতার চিত্র। ২০ বছর আগের সহিংসতার ছবি থেকে স্তম্ভিত হচ্ছেন পথচারীরা। রবিবার অফিসের পথে বের হওয়া মানুষ যেনো ফিরে যায় সেই নির্মম সময়ে।

শাহবাগের মতো ব্যস্ততম রাস্তাতে চলার পথে বিলবোর্ডের সামনে একটু দাঁড়িয়ে পড়ছেন কেউ কেউ। অনেকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে চলে যান। চোখ ফিরিয়ে নিলেন কেন? জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রায়হান বলেন, ‘এই সহিংসতার চিত্র মনে গেঁথে আছে। তখন আমি বেশ ছোট। আমার এলাকাতে অনেক অত্যাচার নির্যাতনের নজির আছে। আমার প্রতিবেশিরা আমাদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলো আগুন থেকে বাঁচতে। এসব আমরা ভুলে গেছি। নিজের কাছেই লজ্জা লাগলো এই ছবিটা দেখে।’ তবে মানুষকে এঘটনা দেখানো দরকার আছে বলেও তিনি মনে করেন।

মৎসভবন থেকে শাহবাগ হয়ে টিএসসি এই পথে যারা যাতায়াত করেন তাদের বড় অংশ শিক্ষার্থী। ২০০১ সালের অক্টোবরের সেই তাণ্ডব বা পুরো শাসনামলেই যে ভয়ঙ্গর ভীতি তৈরি করা হয়েছিলো সেসব তাদের স্মৃতিতে নেই। বিলবোর্ড দেখে তাদেরই কেউ কেউ কথা বলছিলেন মধুর ক্যান্টিনে বসে।

আঁগারগাওতে কথা হয় বেসরকারি চাকরিজীবী মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে। মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘এই যে মেট্রোরেলের স্থাপনা এর নিচে এই জঘন্য পোস্টারের মধ্য দিয়ে

একটা জিনিস স্পষ্ট হয়েছে, এই উন্নয়ন আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু সেই যে জঘন্য দিনগুলো আমরা কাটিয়েছি, তা আমরা ভুলতে বসেছি। আমি কিছুক্ষণ পোস্টারটার দিতে তাকিয়ে আর পারিনি। কান্নায় চোখ ভিজে এসেছে।’

প্রতিবারই জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির হাত ধরে প্রকাশ্যে নাশকতা শুরু করে জামায়াত-শিবির। বিএনপি-ছাত্রদল-যুবদল প্রথমে সরকারবিরোধী অবস্থানের নামে দেশজুড়ে সন্ত্রাস শুরু করে, এরপরেই জামায়াত-শিবিরের ক্যাডাররা মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন চালাতে থাকে। এ যেনো নিয়মে পরিণত হয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় তাদের নিপীড়নের এই ধারা ২০১৪ সালে পেট্রোল বোমায় গণহারে মানুষ পুড়িয়ে মারার মতো বর্বরতায় রূপ নেয়।

ফিলিস্তিনিদের দুঃখে পাশে আছে বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আরব রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানের সঙ্গে ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানকে তারা সহায়তা দিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি খুব দরকার ছিল। ওই সময় অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেই স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করে। এটা ছিল সদ্য স্বাধীনতা একটি দেশের জন্যে খুবই সাহসী সিদ্ধান্ত। তবু কাজটি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

আজও বাংলাদেশ ফিলিস্তিন ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র নীতিতে অটল। শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বাস করে, বাংলাদেশ সবসময় মানবাধিকার ও মানবিকতারে পক্ষে। এটা শুধু সহিংসতা, দখলদারি, ফিলিস্তিন বা মুসলিম সম্পর্কিত বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে

বাংলাদেশ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ক্রমাগত ও জোরালো সমর্থক এবং ইসরায়েলের দখলদারির বিরোধিতাকারী। এরই ধারাবাহিকতায় ইসরায়েলের চলমান বর্বরোচিত আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছেন। বর্তমানে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার বিষয়টি সুরাহা করতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ২০২১ সালে ইসরায়েলি হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়ে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসকে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চিঠিতে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি আল-আকসা মসজিদ কমপ্লেক্সে নিরীহ মুসলমান এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার গভীর দুঃখ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছি।’ ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বের যেসব স্থানে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো বন্ধে টেকসই ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি।

শেখ জাররাহ এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে ইসরাইলের দখলের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করে সেই এলাকা দখল করে ইসরাইলি বাহিনী মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন করেছে’। চিঠিতে ফিলিস্তিনের রাজধানী পূর্ব জেরুজালেমসহ ১৯৬৭ সালের সীমান্তের ওপর ভিত্তি করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানও পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে ২০২০ সালে এবং পরে ২০২২ সালেও একই ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন চিঠি দিয়েছিলেন। গত পাঁচ দশক ধরে ফিলিস্তিনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল দখল করে রেখেছে ইসরায়েল। যে কারণে ইসরায়েলকে কি ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের (আইজিসে) মতামত জানতে জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। এই প্রস্তাবের পক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশ ভোট দিয়েছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ক্ষুধামুক্তির লড়াইয়ে আরও এগিয়েছে বাংলাদেশ

উন্নতি অব্যাহত থাকায় ক্ষুধামুক্তির লড়াইয়ে আরও একটু এগিয়েছে বাংলাদেশ। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও ওয়েল্ট হাঙ্গার হিলফে চলতি বছরের যে ‘বিশ্ব ক্ষুধা সূচক’ প্রকাশ করেছে, তাতে বাংলাদেশের স্কোর গতবারের ১৯.১ থেকে কমে ১৯ পয়েন্ট হয়েছে। এই সূচকে ১৯ স্কোর মানে হল,যেসব দেশে ক্ষুধার সংকট মাঝারি পর্যায়ে, সেই তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ।

ক্ষুধার সূচকে গতবছর ১১৬টি দেশের মধ্যে ৭৬তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। আর এ বছর ১২৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশর অবস্থান ৮১তম। ২০১২ সালের পর থেকে ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে; তীব্র ক্ষুধা সংকটের পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত স্কোর ২৮.৬ থেকে মাঝারি মাত্রার ১৯ স্কোরে নেমেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের পর থেকে যে সাতটি দেশ এই সূচকে স্কোর ৫ পয়েন্ট বা তার বেশি কমাতে পেরেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। ক্ষুধার সূচকে আঞ্চলিক পর্যায়েও বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। স্কোরের দিক দিয়ে প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান (৪৯.৬) মিয়ানমার (৪০.২) ভারত (৩৮.৪), নেপাল (৩৭.২), পাকিস্তান (৩৬.৭) ও শ্রীলঙ্কার (২১.৭) চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে বাংলাদেশ।

অপুষ্টির হার, ৫ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের শিশুর হার, ৫ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে কম উচ্চতার শিশুর হার, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার- এই চারটি মাপকাঠিতে প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি বিচার করে তৈরি হয় গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই) বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচক।

এই সূচকে সবচেয়ে ভালো স্কোর হল শূন্য। আর সবচেয়ে খারাপ স্কোর হলো ১০০ পয়েন্ট। স্কোর বাড়লে ক্ষুধা পরিস্থিতির অবনতি, আর কমলে পরিস্থিতির উন্নতি।

স্কোরের মধ্যে দেশগুলোর অবস্থানকে মোটা দাগে পাঁচটি ধাপে ভাগ করে খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি বোঝানো হয়- স্কোর ৫০ এর বেশি হলে ‘অতি উদ্বেগজনক’। স্কোর ৩৫ থেকে ৪৯.৯ এর মধ্যে থাকলে ‘উদ্বেগজনক’। স্কোর ২০ থেকে ৩৪.৯ এর মধ্যে থাকলে ‘গুরুতর’।

স্কোর ১০ থেকে ১৯.৯ এর মধ্যে থাকলে ‘মাঝারি’ (বাংলাদেশের অবস্থান)। স্কোর ৯.৯৯ এর নিচে হলে পরিস্থিতি ‘নিম্ন’।

এবারের সূচকে সবচেয়ে কম ক্ষুধার শীর্ষ দশ দেশ হল– বেলারুশ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চিলি, চীন, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, হাঙ্গেরি, কুয়েত, লাটভিয়া। আর তালিকার তলানিতে থাকা নয়টি দেশে ক্ষুধার মাত্রা রয়েছে ‘উদ্বেগজনক’ পর্যায়ে। দেশগুলো হল- সাউথ সুদান, বুরুন্ডি, সোমালিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, মাদাগাস্কার, ইয়েমেন,ডি আর কঙ্গো, লেসোথো ও নাইজার।

সেই আমেরিকার কাছেই অভিযোগের ঝাঁপি খুলল বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পরিস্থিতি যাচাই করতে ৭ অক্টোবর ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের ৭ সদস্য। সরকারি দল, বিরোধী একাধিক দলের সঙ্গে সভা শেষে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সভা করেছে। এরমধ্যে বিএনপি ও এবি পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যখন তাদের কাছে নালিশ জানাচ্ছে বিরোধীদলগুলো তখন মার্কিন মদদে গাজায় ইজরাইলি হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে হাজারও মানুষ। যুক্তরাষ্ট্র যখন সরকারি বিরোধীদল নির্বিশেষে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তথন তাদের প্রতিনিধি দলের সামনে বিএনপির তুলে ধরা খণ্ডিত চিত্র নিয়ে সমালোচনা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সেপ্টেম্বরে জানানো হয়, মার্কিন ভিসানীতির কারণে বাংলাদেশের কিছু বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের রাজনীতিক ভিসা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র জানায় বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের কারণে তাদের উপর এই ভিসা নীতি

অনিশ্চয়তা আছে। বিএনপি নির্বাচন করবে না, তারা আন্দোলন করবে-সেখানে সহিংসতা হতে পারে। নির্বাচন নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে, এসব বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে ইসিরও বৈঠক হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। তাদের সঙ্গে ইসির বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয় ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। সিইসি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল কী করবে আমরা জানি না। ইসির সঙ্গে বৈঠকে আইআরআই ও এনডিআইয়ের যৌথ এই দলটির মূল ফোকাস ছিল অবাধ, সুষ্ঠ, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। ওরা ইসির ভূমিকা, সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কার্যক্রমসহ অনেক কিছু জানতে চেয়েছে। আমরা সবকিছু তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা যা যা জানতে চেয়েছিল, আমরা জানিয়েছি। এখন তারা কী করবে, তা আমরা জানি না। হয়তো তারা দেশে ফিরে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে; নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কী পাঠাবে না। অথবা পাঠালে কীভাবে পাঠাবে।’

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিন বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি এর চেয়ে অনেক খারাপ পরিস্থিতি অনেক দেশে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ সেসব দেশে হস্তক্ষেপ করছে না। তারা হিসেবে ভাবমূর্তির অভিভাবক হতে চায়। এর পিছে জিও পলিটিকাল স্ট্র স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণ আছে। বাংলাদেশ যে ভারত চীনের সাথে একই রকম সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে এটা আমেরিকার পছন্দ না।’ নির্বাচনের এত আগে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের কাছে দেশ বিষয়ে কোনো অভিযোগ দেওয়ার অর্থ নেই উল্লেখ করে শামসুদ্দিনচোধূরী মানিক বলেন, ‘যারা নালিশ দিচ্ছে তারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে, আর যারা নালিশ শুনছে তাদের এইএখতিয়ার নেই। এটা বুঝে নেওয়া ভালো। এটা নির্বাচনের পর্যবেক্ষক দল। নালিশ তাদের কাছে না করে দেশের অথরিটির কাছে করুন।’

উল্লেখ্য, এই সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা সারাবিশ্বে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও তাদের মদদে লঙ্ঘিত হয় অনেক জায়গায়। শনিবার থেকে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজার অন্তত ৭০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। গাজা উপত্যাকার ওপর সোমবার নেতানিয়াহু সরকারের সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের পর হামলা

আরও বেড়েছে। এতে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েছে অবরুদ্ধ গাজা।

‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রে গান গেয়ে উচ্ছ্বসিত কলকাতার উর্মি

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্র। গড়বে মুক্তির রেকর্ড। ছবিটি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। চলচ্চিত্রটি তুলে ধরেছে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জীবনের নানান কাহিনী। সেই চলচ্চিত্রে ভারতের প্রখ্যাত সুরকার শান্তনু মৈত্রর সুরে গান গেয়েছেন কলকাতারই গায়িকা উর্মি চৌধুরী। ছবিটিতে শেখ মুজিবুরের বিয়ের সময় একটি গান চলবে।

উর্মির গাওয়া গানে দৃশ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে মুজিবুর রহমানের বিয়ে, বউ বাড়িতে প্রবেশ করছে এবং নৃত্যরত মেয়েদের। গানের দৃশ্যে দেখা যাবে, অভিনেতা আরফিন শুভ, নুসরাত ফারিয়া, চঞ্চল চৌধুরী সহ বহু অভিনেতা অভিনেত্রীকে। গানটি উর্মি গেয়েছিলেন ২০২১ সালে।

ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ২০২৩-এর ১৩ই অক্টোবর। তবে দুই ভাবে মুক্তি পাচ্ছে। একটি বাংলা ভাষায়, একটি হিন্দি ভাষায়। বাংলাতে মুক্তি পাবে ১৩ই অক্টোবর এবং হিন্দিতে মুক্তি পাবে ২৭শে অক্টোবর। ছবিটিতে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক আরিফিন শুভ। পরিচালনায় রয়েছেন ভারতের খ্যাতিমান নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল। শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন নুসরাত ফারিয়া। এই একটা ছবিতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক শিল্পী।

মুক্তির আগে ১২ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে আয়োজিত সিনেমাটির প্রিমিয়ার শো দেখেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নিজেই বলেছেন, এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য থেকে শুরু করে নতুন অধ্যায় জাতি জানতে পারবে।

২০১৯ সালের চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। অবশেষে চলতি বছরের ৩১ জুলাই বাংলাদেশে পায় আনকাট সেন্সর ছাড়পত্র।

আর কী কী গুজব ছড়িয়েছেন আব্দুর রব ভুট্টো

সম্প্রতি বাংলাদেশি ১০ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের নামে ফ্রান্সের ভিসা প্রত্যাখানের গুজব মিথ্যা বলে নিশ্চিত করার পর জনসাধারণের আলোচনায় এসেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাংবাদিক আব্দুর রব ভুট্টো। অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে সাম্প্রতিক সময়ে ছড়ানো তার আরও গুজবের তথ্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া আলোচিত এসব পোস্টের মধ্যে আছে পুলিশ অফিসারদের নামে মার্কিন স্যাংশননের গুজবটি। সেখানে তিনি বলেন, ‘পুলিশ অফিসারদের নামে মার্কিন স্যাংশন’ শিরনামের ওই পোস্টে তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের ৮ কর্মকর্তার একটি তালিকা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছে। সেখানে তিনি কোনোপ্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার করেননি। ফ্যাক্টচেক করে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এরকম কোন নিষেধাজ্ঞাই দেয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক কার্যালয়ের সামনে শেখ হাসিনার উপস্থিতির একটি ভিডিও ফুটেজের কিছু অংশ এডিট করে ফেসবুকে ছড়ান ভুট্টো। এর সঙ্গে যুক্ত কররন কিছু মিথ্যা তথ্য। অথচ শেখ হাসিনা সেখানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন।

ভুট্টো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ান, বাংলাদেশে কয়লা আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান সিএমসিকে স্যাংশন দিয়েছে চীন। কারণে প্রতিষ্ঠানটির কাছে বকেয়া ৩ বিলিয়ন ডলার। ফ্যাক্টচেকের অনুসন্ধান বলছে, চীন কোনো স্যাংশন দেয়নি এবং বকেয়ার পরিমাণ ২৯৩ মিলিয়ন ডলার। যা রাষ্ট্রীয় আমদানি সংক্রান্ত লেনদেনেরে ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। গত বছর নভেম্বরের শেষ দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ায়- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারো বাংলাদেশের বিভিন্ন

পোস্টটি নাকচ করেন । পাশাপাশি ভুট্টো সম্পার্কে পর্যবেক্ষণে বলেন, ভুট্টোর প্রতিদিনের কাজ `মিথ্যা` এবং `গুজব` ছড়ানো। মানুষের জীবনে খেলাধুলা অপরিহার্য। কেউ ফুটবল, কেউ টেনিস, কেউ ব্যাডমিন্টন বা স্কোয়াশ খেলতে পছন্দ করেন। আবার ভুট্টোর মত কিছু লোক আছে যাারা খেলার মত করে সামাজে গুজব এবং মিথ্যা ছড়িয়ে যায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মরর্তা জানান, ভুট্টোর ফেসবুক ও টুইটার অ্যাকাউন্ট মনিটরিংয়ে আছে। ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। টুইটার এখনও কোনো রেসপন্স করেনি।

বঙ্গবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে শুক্রবার

নিপীড়িত বাঙালির মুক্তির জন্য গর্জে উঠেছিল একটি তর্জনী। তাঁর বজ্রবাণীতে জেগে উঠেছিল সাত কোটি বাঙালি। যিনি বাঙালিদের জন্য এনে দিয়েছেন স্বাধীন ভূখণ্ড। নিজের মতো করে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির প্রাণের স্পন্দন। দেশবাসী বঙ্গবন্ধুকে দেখেছে আন্দোলন সংগ্রামের অপ্রতিরুদ্ধ মানুষ হিসেবে। কিন্তু এর বাইরে কেমন মানুষ ছিলেন তিনি? কীভাবে বেড়ে উঠেছেন? তাঁর জীবনে কী প্রেম এসেছিল? সন্তানদের সাথে তিনি সময় কাটাতেন কীভাবে? এমন অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খায় সব বয়সের মানুষের। এমন অসংখ্য প্রশ্নর উত্তর এবার মিলবে এবং চোখের সামনে ভেসে উঠবে ‘মুজিব—একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা “মুজিব: একটি জাতির রূপকার” আগামী ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। আর ভারতে মুক্তি পাবে ২৭ অক্টোবর। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় সিনেমাটি পরিচালনা

করেছেন ভারতের খ্যাতিমান নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল। বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ। ফজিলাতুন নেছা মুজিবের চরিত্রে নুসরাত ইমরোজ তিশা, শেখ হাসিনার চরিত্রে নুসরাত ফারিয়া, তাজউদ্দীন আহমদের চরিত্রে রিয়াজ আহমেদ। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলারা জামান, চঞ্চল চৌধুরী, সিয়াম আহমেদ, জায়েদ খান, খায়রুল আলম সবুজ, ফেরদৌস আহমেদ, দীঘি, রাইসুল ইসলাম আসাদ, গাজী রাকায়েত, তৌকীর আহমেদ, মিশা সওদাগরসহ দেশের শতাধিক শিল্পী।

“মুজিব: একটি জাতির রূপকার”প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানান, এই সিনেমাটি জাতির জন্য ইতিহাসের একটি দলিল। এটি একটি সিনেমা নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বায়োপিক। ১৫ আগস্টের ঘটনা কখনও চিত্রায়িত হয়নি, কিন্তু এই সিনেমায় সেই দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। সেই মর্মান্তিক দৃশ্যের মাধ্যমেই সিনেমাটি শেষ হয়েছে। এই দৃশ্য দেখা খুবই কষ্টের।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করা আরিফিন শুভ বলেন, ‘বায়োপিকে অভিনয় করা যেকোনো শিল্পীর জন্য কঠিন। এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করেছি, যেটা বাঙালির কাছে ভীষণ আবেগের একটি চরিত্র। এই আবেগের কারণে অনেক খন্দকার মোশতাকরা আবার অনেক কিছু বলে।’

অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘একজন মানুষ একটা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, সেই সত্যি ইতিহাস কিছু আমরা দেখতে পাব সিনেমাটিতে।’

এই চলচ্চিত্রে খন্দকার মোশতাক আহমেদ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু। তিনি বলেন, ‘মুজিব সিনেমাটি আমার কাছে একটি স্বপ্নের নাম, একটি আবেগের নাম।’

২০২১ সালের জানুয়ারিতে ভারতে শুরু হয় “মুজিব: একটি জাতির রূপকার”সিনেমার দৃশ্যধারণের কাজ। শেষ হয় ওই বছরের ডিসেম্বরে। গত বছরের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে প্রথম পোস্টার, ৩ মে দ্বিতীয় পোস্টার এবং ১৯ মে ৭৫তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ করা হয়। চলতি বছরের ৩১ জুলাই সিনেমাটি বাংলাদেশে আনকাট সেন্সর ছাড়পত্র পায়।

পদ্মায় রেলযাত্রা: প্রধানমন্ত্রীর সহযোত্রী হলেন রিকশাচালক, কৃষক, মাঝি, সবজি বিক্রেতা, শ্রমিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানেই নতুন কিছু, মানুষের মনে কাছাকাছি নতুন কিছু একটা করা। তেমনই পদ্মাসেতুর ওপর রেল উদ্বোধনের সময় তাঁর যাত্রী হলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা, রিকশাচালক, কৃষক, মাঝি, বাসচালক, সবজি বিক্রেতা, পাটকল শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার ৫০ জন যাত্রী।

কারা কারা ছিলেন এই তালিকায়? চারজন বীরমুক্তিযোদ্ধা, চারজন প্রাথমিক ছাত্র/ছাত্রী, একজন প্রাথমিক শিক্ষক, একজন মাদ্রাসা শিক্ষক, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর দুইজন প্রতিনিধি, একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক জন, একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, একজন রিক্সাচালক, নারী কৃষক একজন, ফেরিচালক এক জন, একজন মাঝি, একজন মেট্রোরেল কন্ট্রোলার, টিটিই একজন, ট্রেনচালক একজন, স্টেশন মাস্টার, ওয়েম্যান, বাসচালক একজন, হকার, সবজি বিক্রেতা এবং পাটকল শ্রমিক।

এছাড়া আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর নানা পেমাজীবীদের প্রতিনিধিরাও সাথে ছিলেন। এরমধ্যে ছিলেন জেলা আনসার ও ভিডিপির একজন, ফায়ার সার্ভিসের একজন, পুলিশ একজন, স্কাউট থেকে একজন, বিএনসিসির একজন, র্যাবের একজন, রেল পুলিশ একজন, বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন, বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর একজন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এক জন, বিজিবির একজন, কোস্টগার্ড- আরএনবি সদস্যদের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাত্রী হতে পেরে তারা বিভিন্নভাবে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঐতিহাসিক মুহূর্ত শেয়ার করার আনন্দ ছিলো তাদের চোখে মুখে। তারা বলছেন, সবাইকে সমানভাবে দেখার যে মহত্ব প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন সেটা অনবদ্য। সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করায় ও মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার এক অনন্য ক্ষমতা আছে প্রধানমন্ত্রী।

পদ্মার ওপর দিয়ে সড়ক যোগাযোগ চালুর ১৫ মাসের ব্যবধানে চালু হলো ট্রেন। মঙ্গলবার পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে আয়োজিত সুধী সমাবেশে উপস্থিত হয়ে এই রেলসংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে দেশের মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের মানুষ প্রথমবারের মতো রেল যোগাযোগের আওতায় আসছে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে যাত্রীবাহী ট্রেন চলবে আজ

বাংলাদেশের আত্মমর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতু দিয়ে এবার চলবে ট্রেন। মঙ্গলবার সবুজ পতাকা নেড়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাঙ্গা থেকে ঢাকা অভিমুখি যাত্রীবাহী ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। পরের দিন থেকে যাত্রীরা চলাচল করতে পারবেন। পদ্মা সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচলের সাড়ে ১৫ মাস পর ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে স্বপ্নের সেতুটি।

দু’তলা এই সেতুর উপর দিয়ে চার লেনে চলাচল করছে যানবাহন। আর নিচ তলা দিয়ে ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে চলবে ট্রেন। এরমধ্য দিয়ে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। একই সঙ্গে সারাদেশ রেল যোগাযোগের আওতায় চলে আসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

রেল মন্ত্রণালয় ও পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলো। এই রেল যোগাযোগ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে। সংশ্লিষ্টদের আশা, মোট দেশীয় উৎপাদন (জিডিপি) আনুমানিক এক (১) শতাংশ বৃদ্ধি পাবে রেলপথ চালু হওয়ার কারণে।

৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকার এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকার কমলাপুর থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০২৪ সালের মধ্যে। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হচ্ছে নতুন ১৪টি স্টেশন ও ৬৬টি বড়

সেতু। এছাড়াও ৬টি পুরনো স্টেশন পুনঃনির্মাণ ও ২৫৪টি ছোট সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে এই প্রকল্পেরে আওতায় ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার রেললাইন ও স্টেশন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন।

পদ্মা রেল লিংক প্রকল্পের কাজ শতভাগ শেষ হয়ে গেলে মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলা নতুন করে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। ধাপে ধাপে বরিশাল ও পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দরকে রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজ হবে, তেমনি ওই অঞ্চলের মানুষের জন্য কম খরচে ট্রেনের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনও সহজ হবে। এতে করে দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে।

ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের ফলে ঢাকা থেকে যশোরের দূরত্ব কমবে ১৮৪ দশমিক ৭২ কিলোমিটার, ঢাকা- খুলনা দূরত্ব কমবে ২১২ কিলোমিটার এবং ঢাকার সঙ্গে দর্শনার দূরত্ব কমবে ৪৪ কিলোমিটার ফলে যাত্রার সময়ও কমে আসবে। এই রেলপথটি শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রেই নেয়, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও বড় অবদান রাখবে। এছাড়া ভাঙ্গা থেকে পাচুরিয়া-রাজবাড়ী সেকশনটি পদ্মা সেতু হয়ে সরাসরি ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হবে।

পদ্মা রেল লিংকটি শুধু দেশের রেল যোগাযোগেই পরিবর্তন আনবে। এই রুটটি যুক্ত হবে ট্রান্স এশিয়ান রেল রুটের সঙ্গে। বাংলাদেশ থেকে মায়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত সংযোগ ঘটাবে এই রেল রুট। পদ্মাসেতুর রেল রুট ব্যবহার করে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতকে সংযুক্ত করে বেনাপোল-যশোর-নড়াইল-ভাঙ্গা-মাওয়া হয়ে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-টঙ্গী- আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারি হয়ে মিয়ানমারের গুনদুম সীমান্তে গিয়ে মিলবে। এর ফলে নানামুখী সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে।

ট্রান্স-এশিয়ান রেল রুটের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পদ্মা রেল লিংক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক(পিডি) প্রকৌশলী গোলাম ফখরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, উদ্দেশ্য একটাই, দ্বার খুলে দেয়া এবং সংযোগ বাড়ানো। এরইমধ্যে ভারতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এবারে আমরা মিয়ানমারকে সংযুক্ত করতে

যাচ্ছি। সেখান থকে চীনের সঙ্গে সংযোগ ঘটবে। এই রুটের মাধ্যমে আরো অনেক দেশে যেতে পারবো। অর্থাৎ, সম্ভাবনা অনেক।

দেশের প্রথম পাথরবিহীন রেলপথ নির্মাণ হয়েছে পদ্মা সেতুতে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাথরবিহীন এই রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে মূল সেতুতে। যার দৈর্ঘ্য ১৩ দশমিক ৩ কিলোমিটার। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাথরবিহীন রেলপথ খুবই আরামদায়ক। সেতুতে যাতে কোনো ঝাঁকুনি (জার্কিং) না হয়, সেজন্য তারা পাথরবিহীন রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তারা জানান, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাথরবিহীন রেলপথ দিয়ে ঘণ্টায় ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলতে পারে। পদ্মা সেতুতে এর গতি নির্ধারণ করা হয়েছে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভুক্ত (ফার্স্ট ট্র্যাক) ১০ প্রকল্পের একটি। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রথমে ব্যয় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। পরবর্তিতে নতুনভাবে ডুয়েলগেজ নির্মাণ, ভাঙ্গা জংশনে ওভারহেড স্টেশন, নড়াইলের তুলারামপুরে নতুন আন্ডারপাস, ভায়াডাক্টের পিয়ারের নকশা পরিবর্তন, ১০০টি বিজি কোচের ডিজাইন পরিবর্তন, স্টেশনগুলোতে অপারেশনাল সুবিধা বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তন, নদীর নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধির কারণে কারণে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকায়। এছাড়া ঢাকা- মাওয়া ও ভাঙ্গা-যশোর সেকশনে জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব এবং ইউটিলিটি লাইন স্থানান্তর। তুলারামপুর ও টিটিপাড়া পয়েন্টে লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে রেলওয়ে আন্ডারপাস নির্মাণের মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করায় এই ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে । পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন হচ্ছে ১৮ হাজার ২১০ কোটি টাকা। বাকি ২১ হাজার ৩৬ কোটি টাকা অর্থায়ন করছে চীন।